দৈনিক সংবাদ

তারিখ 12 MAY 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

৯ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১০০ কোটি টাকা

সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্বাসন কর্মসূচীর প্রশংসা আদায় করে এনেছেন। এই কর্মসূচীর অধীনে ৯ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত করা হবে, সেগুলোতে আসবাবপত্র ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা হবে। এ কাজের জন্য নাকি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী প্রতিটি ভাঙ্গাচোরা বিদ্যালয়ের জন্য গড়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা হবে। অবশ্য অবস্থাবিশেষে এই হিসেবের তারতম্য হবে। সব মিলিয়ে এ কাজে বড় অঙ্কের টাকা খরচ করা হবে।

শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিটিং-বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হলেও দেশের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৈন্যদশা আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বছর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর প্রথম পর্ব বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আশা করা গিয়েছিল বাকী পর্বগুলো সামনে রেখে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পুনর্বাসন কর্মসূচী জোরদার করা হবে। কিন্তু শুকনো মৌসুমের শেষপর্বে এসে দেখা যাচ্ছে, কাজটিতে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। বরাদ্দ ও অর্থসংস্থানের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও গত বছরের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়নি। বিগত বছরগুলোতে ঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একই অবস্থা। এমন কি ১৯৮৫-৮৬ সালের আইডিএ প্রকল্পাধীন বিদ্যালয় পুনর্বাসন কর্মসূচীর জের এখনও চলছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এদেশে অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী টাকার খেলায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষার মত একটি 'পবিত্র' খাতে দুর্নীতি প্রত্যাশিত না হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও মেরামতের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি ঠেকানো যায়নি। বিগত সরকারের আমলে এসব দুর্নীতি গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনও তার জের চলছে। তার ওপর আছে কর্মসূচী বা প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাব।

অর্থমন্ত্রী ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলেছেন। কর্মসূচী বাস্তবায়নের সময় দেখা যাবে অর্থসংস্থান নেই, কিংবা অর্থাভাবের নানা অজুহাত দেখিয়ে পুনর্বাসন প্রকল্প আটকে রাখা হবে। পুনর্বাসনের কাজ অর্ধেক হতে না হতেই টাকা ফুরিয়ে যাবে। এগুলো কোন কাল্পনিক আশঙ্কা নয়। শিক্ষাখাতের নানা প্রকল্পের হালহকিকতের খোঁজ খবর নিলেই বড় কর্তারা চিত্রটি দেখতে পাবেন।

গত এক বছরে বর্তমান সরকার শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মপদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আনতে পারেননি। প্রায় সকল দিক থেকে শিক্ষা খাতের দৈন্যদশা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে সরকারের অর্থ বা আন্তরিকতার ঘাটতির চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব। এখন প্রয়োজন কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নকে সাফল্যের মানদণ্ড হিসেবে স্থির করা। শক্ত হাতে দুর্নীতি নির্মূল করতে উদ্যোগী হওয়া।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্বাসন কর্মসূচী একটি মানব উন্নয়ন কর্মসূচী হিসেবে বিদেশীদের প্রশংসা অর্জন করেছে। তাতে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকদের আহলাদিত হওয়ার মত কোন অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। ১০০ কোটি টাকা যেভাবেই হোক খরচ হয়ে যাওয়ার পর ৯ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে তবেই তারা সরকারকে বাহবা দেবে। এ দেশে এতবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ আর আশ্বাসে বিশ্বাস করে না। আমরা আশা করব অতীতের রীতিনীতি ভেঙ্গে ফেলে অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কথা ও কাজে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার জাতির জন্য এখন জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা সংশ্লিষ্ট সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।